বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা
www.bfiu.org.bd

বিএফআইইউ সার্কুলার নং-৩৩

তারিখঃ ১৫ আশ্বিন ১৪৩৩ / ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬

প্রধান নির্বাহী
বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (Non Government Organization- NGO) ও
অলাভজনক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (Non Profit Organization- NPO)

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর বিধানাবলী পরিপালনে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (NGO) ও অলাভজনক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (NPO) কর্তৃক অনুসরণীয় নির্দেশাবলী জারি প্রসঙ্গে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১৫ সালের সংশোধনীসহ) এর ২(ব)(এ) ধারা এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০১৩ সালের সংশোধনীসহ) এর ২(২০)(এ)(১) ও (২) ধারার বিধান মোতাবেক বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনাকারী সকল বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (Non Government Organization) ও অলাভজনক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (Non Profit Organization) কে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২(দ) এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ২(২৪) ধারার বিধান মোতাবেক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (Non Government Organization) বলতে যে সকল সংস্থা দি সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০; দি ভলানটারি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এজেন্সিস (রেজিস্ট্রেশন এন্ড কন্ট্রোল) অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১; বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর আওতায় অনুমোদিত বা নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান, যারা -

(১) স্থানীয় উৎস হতে তহবিল (ঋণ, অনুদান, আমানত) গ্রহণ করে বা অন্যকে প্রদান করে; এবং/অথবা
(২) যে কোন ধরণের বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণ বা অনুদান গ্রহণ করে; তাদেরকে বুঝায়।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২(ঙ) এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ২(২৩) ধারার বিধান মোতাবেক অলাভজনক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (Non Profit Organization) বলতে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ২৮ ধারার অধীন সনদ প্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়।

৩। এনজিও/এনপিও প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিপালনীয় নির্দেশাবলীঃ

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উক্ত আইন ও আইনের আওতায় জারীকৃত বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী পরিপালনে এনজিও/এনপিও এর জন্য অনুসরণীয় নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩(১)(ঘ) এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ১৫(১)(ঘ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জারি করা হলোঃ

৩.১। মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালা:

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে **আন্তর্জাতিক মানদন্ড**, দেশে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনাবলির সমন্বয়ে প্রতিটি এনজিও/এনপিও এর একটি নিজস্ব নীতিমালা থাকবে; যা তাদের পরিচালনা পর্ষদ/বোর্ড অব ট্রাস্টি/সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী কমিটি অনুমোদন করবে। উক্ত নীতিমালা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতিতে আনবে ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এনজিও/এনপিও সময় সময় নীতিমালাটি পর্যালোচনা করবে ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংশোধন/পরিমার্জনপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে হালনাগাদ নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত করবে।

৩.২। মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অঙ্গীকার ঘোষণা:

(১) প্রতিটি এনজিও/এনপিও এর পরিচালনা পর্ষদ/বোর্ড অব ট্রাস্টি/সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী কমিটি এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে উপর্যুক্ত আইন ও বিধিমালায় বর্ণিত তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক পরিপালন ব্যবস্থা জোরদার করার বিষয়ে সচেষ্ট থাকবেন।

(২) এনজিও/এনপিও এর প্রধান নির্বাহী বার্ষিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সুস্পষ্ট ও কার্যকর অঙ্গীকার ঘোষণা করবেন; অঙ্গীকার বাস্তবায়নে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং পরিপালনীয় বিষয়াদির সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন।

৩.৩। কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট (Central Compliance Unit):

(ক) এনজিও/এনপিও কে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক ঝুঁকি হতে মুক্ত রাখা এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা এবং বিএফআইইউ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পরিপালনার্থে প্রতিটি এনজিও/এনপিও একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নেতৃত্বে প্রধান কার্যালয়ে (আন্তর্জাতিক এনজিওর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অফিসে) একটি 'কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট' (Central Compliance Unit) প্রতিষ্ঠা করবে যা সরাসরি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে থাকবে।

(খ) উল্লিখিত 'উর্ধ্বতন কর্মকর্তা' প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (Chief Anti Money Laundering Compliance Officer- CAMLCO) নামে অভিহিত হবেন এবং তিনি বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এর সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে 'কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট' হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। তিনি মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক দায়িত্বের বিষয়ে সরাসরি স্বীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীর নিকট দায়বদ্ধ হবেন। কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটে উপপ্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (Deputy Chief Anti-Money Laundering Compliance Officer- DCAMLCO) হিসেবে উপযুক্ত কর্মকর্তাকে মনোনয়ন প্রদান করা যাবে।

(গ) এনজিও/এনপিওসমূহ প্রধান ও উপপ্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা হিসেবে মনোনীত কর্মকর্তাগণের হালনাগাদ তথ্য, যেমনঃ নাম, পদবী, যোগাযোগের ঠিকানা, ই-মেইল, টেলিফোন নম্বর বিএফআইইউ এর ওয়েবসাইটে Compliance Officer Portal এর মাধ্যমে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি হালনাগাদ করবে।

(ঘ) প্রতিটি এনজিও/এনপিও নিজ প্রতিষ্ঠানের আকার, ব্যাপ্তি, কার্যক্রম, গ্রাহকের সংখ্যা ইত্যাদি বিবেচনাপূর্বক কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটে উপযুক্ত সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করবে।

(ঙ) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে এনজিও/এনপিওসমূহ প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল ও কর্মসূচি নির্ধারণ করবে এবং সময় সময় তা পর্যালোচনা করবে। কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কর্মসূচির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

(চ) এনজিও/এনপিও এর কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট প্রতিষ্ঠানের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত কৌশল ও কর্মকান্ড বিষয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সভা আয়োজন করবে, উক্ত সভার রেকর্ড যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে এবং প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ক কার্যক্রম নিয়মিত অবহিত করবে।

(ছ) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ এর নির্দেশাবলী এবং এনজিও/এনপিও এর নিজস্ব নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট এনজিও/এনপিও এর শাখা/জোন/জেলা/বিভাগীয় পর্যায়ের অফিসে/কার্যালয়ে (যদি থাকে) একজন অভিজ্ঞ শাখা/জোন/জেলা/বিভাগীয় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা মনোনীত করবে। শাখা/জোন/জেলা/বিভাগীয় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা তার আওতাভূক্ত অফিস/কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক সভা করবেন এবং উক্ত সভায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহসহ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা এবং বিএফআইইউ এর অন্যান্য নির্দেশনার পরিপালন পর্যালোচনাপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন :

- গ্রাহক/সুবিধাভোগীর পরিচিতি;
- সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ ও রিপোর্টিং;
- স্থানীয় Sanction List সহ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশনসমূহের বাস্তবায়ন;
- রেকর্ড সংরক্ষণ;
- প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

শাখা/জোন/জেলা/বিভাগীয় পরিপালন কর্মকর্তা ত্রৈমাসিক সভার কার্যবিবরণী কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট বরাবরে প্রেরণ করবেন।

৩.৪। গ্রাহক/সুবিধাভোগী নির্বাচন নীতিমালা :

গ্রাহক/সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিটি এনজিও/এনপিও এর সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে; যা প্রতিষ্ঠানের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত ঝুঁকি প্রতিরোধ সংক্রান্ত মূল নীতিমালার অংশ হতে পারে। উক্ত নীতিমালায় অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সাথে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

(১) বেনামে, ছদ্মনামে বা কেবল সংখ্যাযুক্ত কোনো গ্রাহক/সুবিধাভোগীকে কোনো সেবা/সুবিধা প্রদান করা যাবে না অথবা হিসাব খোলা বা পরিচালনা করা যাবে না;

(২) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলেশনের[১] আওতায় সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত[২] কোনো ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার কোনো হিসাব খোলা যাবে না বা পরিচালনা করা যাবে না অথবা কোনো সেবা প্রদান করা যাবে না; এবং

(৩) এ বিষয়ে বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণীয় হবে।

৩.৫। গ্রাহক/সুবিধাভোগীর পরিচিতি নিশ্চিতকরণ:

(ক) সকল এনজিও/এনপিও তাদের প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী (টার্গেট গ্রুপ, ব্যক্তি বা সংগঠন/প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) যারা এক বছরে ২০ হাজার টাকার অধিক অংকের নগদ অর্থ/পণ্য/সেবা গ্রহণ করেছে, তাদের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ পরিচিতির তথ্য এবং সমর্থিত দলিলাদি সংগ্রহ করবে; এক্ষেত্রে পরিচিতির তথ্য বলতে ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ নাম ও যে নামে তিনি সমাজে পরিচিত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), পিতা-মাতার নাম, জন্ম তারিখ, জাতীয়তা, পেশা, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা বুঝাবে।

(খ) দাতা এনজিও/এনপিও সহযোগী এনজিও/এনপিওদেরকে এ শর্তে তহবিল প্রদান করবে যে, সহযোগী এনজিও/এনপিও গ্রাহক/সুবিধাভোগী সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবে এবং প্রদত্ত তহবিল মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নে ব্যবহৃত হবে না। দাতা এনজিও/এনপিও সহযোগী এনজিও/এনপিওদের এ সম্পর্কিত পরিপালন তদারকি করবে।

(গ) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণকারী এনজিওসমূহের যে সকল গ্রাহকের অনুকূলে মঞ্জুরীকৃত ঋণ বা ঐ প্রতিষ্ঠানে যাদের আমানত স্থিতি ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা বা তার উর্ধ্বে রয়েছে সে সকল গ্রাহকের পরিচিতির [ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ নাম ও যে নামে তিনি সমাজে পরিচিত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), পিতা-মাতার নাম, ছবি, জন্ম তারিখ, জাতীয়তা, পেশা, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা বুঝাবে] সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য এবং সমর্থিত দলিলাদি সংগ্রহ করতে হবে এবং পরিদর্শন ও অন্যান্য মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের সঠিকতা নিশ্চিত করতে হবে।

(ঘ) দাতা এনজিও/এনপিও তার সহযোগী এনজিও/এনপিও এর লক্ষ্য এবং কার্যক্রম, প্রকল্প/কর্মসূচির এলাকা, পূর্ব অভিজ্ঞতা, আয়ের উৎস, যেমনঃ সরকারী অনুদান, ব্যক্তি পর্যায়ের দান বা বাণিজ্যিক প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করবে এবং ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করবে।

৩.৬। ঝুঁকিভিত্তিক ব্যবস্থা অনুসরণ (Risk-Based Approach):

এনজিও/এনপিও তাদের গ্রাহক/প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী (টার্গেট গ্রুপ, ব্যক্তি বা সংগঠন/প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি), দেশ বা ভৌগোলিক এলাকা, পণ্য, সেবা, লেনদেন বা সেবা প্রদান চ্যানেলের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের ঝুঁকি যথাযথভাবে নিরূপণ ও পর্যালোচনা

---

[১] জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলেশনের আওতায় তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা সত্তা বলতে সন্ত্রাস বিরোধী বিধিমালা, ২০১৩ এর ২ (ছ) নং বিধিতে সংজ্ঞায়িত রেজুলেশনের আওতায় তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা সত্তাকে বুঝাবে। এই তালিকাসমূহ https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information ওয়েবলিংক হতে সংগ্রহ করা যাবে।

[২] বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তা বলতে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ১৮ নম্বর ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সময় সময় সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা তফসিলভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সত্তাকে বুঝাবে। উল্লিখিত তালিকা https://www.bfiu.org.bd//pdf/local_sanction_list_bangla.pdf ওয়েবলিংক হতে সংগ্রহ করা যাবে।

করবে এবং ঝুঁকি মোকাবেলায় পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে বা এনজিও/এনপিও খাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নিরূপিত ঝুঁকির আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩.৭। নতুন সেবা বা প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে করণীয়:

প্রযুক্তি নির্ভর নতুন কোন সেবা/পদ্ধতি প্রচলন বা প্রচলিত সেবা/পদ্ধতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে এনজিও/এনপিওসমূহ কর্তৃক উক্ত সেবা বা পদ্ধতির ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ঝুঁকি চিহ্নিতকরণসহ তার মাত্রা নিরূপণ করবে এবং এরূপ সেবা বা পদ্ধতি হতে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উল্লেখ্য, আলোচ্য ব্যবস্থাদি নতুনরূপে উদ্ভাবিত সেবা বা পদ্ধতির প্রচলন বা উন্নয়নকৃত সেবা বা পদ্ধতির প্রচলনের পূর্বেই গ্রহণ করতে হবে।

৩.৮। ব্যাংকিং চ্যানেলে আর্থিক লেনদেন:

(ক) প্রতিটি এনজিও/এনপিও ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা বা এর অধিক অংকের লেনদেন সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহার করবে এবং এর ব্যতিক্রম হলে এনজিও/এনপিও এর ব্যবস্থাপনা কতৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করবে। এনজিও/এনপিওসমূহ তাদের সকল আর্থিক লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে সম্পাদনে অগ্রাধিকার প্রদান করবে।

(খ) সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান মোতাবেক প্রতিটি এনজিও/এনপিও-কে বৈদেশিক সাহায্য/অনুদান গ্রহণ করার জন্য একটি মাত্র ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করতে হবে। তবে, উক্ত হিসাবে তহবিল প্রাপ্তির পর এনজিও/এনপিওসমূহ প্রতিটি প্রকল্পের জন্য পৃথক ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করতে পারবে।

(গ) এনজিও/এনপিওসমূহ সকল ব্যয় নির্বাহের জন্য নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক পরিপালন নিশ্চিত করবে।

৩.৯। এনজিওদের বৈদেশিক কার্যক্রম:

(ক) বাংলাদেশে নিবন্ধিত এনজিও এর বৈদেশিক শাখাসমূহের (পৃথক সত্তা হিসেবে বিদেশে নিবন্ধিত হলেও) ব্যাংক হিসাব পরিচালনার নীতিমালা মূল প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

(খ) বাংলাদেশে নিবন্ধিত এনজিও এর বৈদেশিক শাখার (পৃথক সত্তা হিসেবে বিদেশে নিবন্ধিত হলেও) কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ এবং কর্মরত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের হালনাগাদ তথ্য মূল দেশের (Home Country) প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করবে।

(গ) বিদেশে অনুদান প্রেরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিবন্ধন/অনুমোদনবিহীন কোন এনজিও বরাবর কোনরূপ অনুদান প্রেরণ করা যাবে না।

(ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ছোট আকারের এনজিও সংশ্লিষ্ট দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্ত হলেও কার্যকরী তদারকির আওতাভুক্ত না হলে উক্ত প্রতিষ্ঠান বা এনজিও বরাবর সরাসরি অনুদান প্রেরণের ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতা (Enhanced Due Diligence-EDD) অবলম্বন করতে হবে। ব্যক্তি বরাবর অনুদান প্রেরণের ক্ষেত্রেও এরূপ নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে।

(ঙ) নির্দিষ্ট প্রকল্প, কর্মসূচি বা কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্যই শুধুমাত্র বিদেশে অনুদান প্রেরণ করা যাবে।

(চ) সকল আন্তঃদেশীয় অর্থ স্থানান্তর অনুমোদিত ব্যাংকিং চ্যানেলে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত/নির্ধারিত নীতিমালার আলোকে সম্পাদন করতে হবে। বৈদেশিক সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশে পরিচালিত সুবিধাভোগীর ব্যাংক হিসাবে অর্থ জমা করতে হবে।

৩.১০। বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে তহবিল ব্যবহার:

(ক) প্রতিটি এনজিও/এনপিও বৈদেশিক সাহায্য/অনুদান/ঋণের বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত ছাড়পত্র গ্রহণ ও সংরক্ষণ করবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন অর্থ দাতার নিকট ফেরত প্রদান করবে না।

(খ) এনজিও/এনপিও এর পরিচালনা পর্ষদ/বোর্ড অব ট্রাস্টি (সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্ষদ) ও উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানটির তহবিল উক্ত নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে মর্মে নিশ্চিত করবে। এ প্রেক্ষিতে বার্ষিক ভিত্তিতে সি.এ ফার্ম কর্তৃক বহিঃ নিরীক্ষা সম্পাদন করবে।

(গ) Financial Action Task Force (FATF) এর Public Statement এ অন্তর্ভূক্ত High Risk and Non-Cooperative Jurisdictions ভুক্ত কোন দেশ বা উক্ত দেশের কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কোন প্রকার তহবিল গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিটি এনজিও/এনপিও ঝুঁকি বিবেচনায় অধিকতর সতর্কতা (Enhanced Due Diligence-EDD) অবলম্বন করবে।

(ঘ) প্রতিটি এনজিও/এনপিও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক সন্ত্রাস, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বা ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা সত্তা হতে কোনরূপ ঋণ/অনুদান গ্রহণ করবে না।

(ঙ) সকল এনজিও/এনপিও আন্তর্জাতিক ও দেশে স্বীকৃত হিসাব পদ্ধতি (Standard Accounting Procedure) অনুসরণ করবে।

৩.১১। সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ (Prevention of Financing of Terrorism and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction):

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়ন সংক্রান্ত রেজুলেশনসমূহের বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে:

(ক) প্রত্যেক এনজিও/এনপিও পরিচালনা পর্ষদ/বোর্ড অব ট্রাস্টি/সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী কমিটি এর অনুমোদনক্রমে সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়ন সংক্রান্ত লেনদেন প্রতিরোধ ও সনাক্ত করার লক্ষ্যে একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে, প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত নির্দেশনা জারি করবে, সময় সময় তা পর্যালোচনা করবে এবং বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করবে।

(খ) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়ন সম্পর্কিত সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশ হবার সাথে সাথে উক্ত কর্মকান্ডের সাথে জড়িত কোনো ব্যক্তি বা সত্তার কোনো হিসাব পরিচালিত হয়ে থাকলে অথবা উক্ত কর্মকান্ডের সাথে জড়িত কোনো গ্রাহক/সুবিধাভোগীকে কোনো সেবা/সুবিধা প্রদান করা হলে এ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য সংশ্লিষ্ট এনজিও/এনপিও কর্তৃক অবিলম্বে বিএফআইইউ বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

(গ) প্রতিটি এনজিও/এনপিও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলেশনের আওতায় সন্ত্রাস, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার হালনাগাদ তথ্য ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করবে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলেশনের আওতায় তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার সংজ্ঞা এ সার্কুলারের ৩.৪(২) অনুচ্ছেদে প্রদান করা হয়েছে।

(ঘ) প্রতিটি এনজিও/এনপিও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কোন রেজুলেশনের আওতায় বা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন ব্যক্তি বা সত্তার নামে অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন/স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি বা সত্তার নামে হিসাব (আমানত/ঋণ) রয়েছে কিনা বা কোন লেনদেন সংঘটিত হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করার জন্য নিয়মিত লেনদেন মনিটর করবে এবং প্রয়োজনে লেনদেন পর্যালোচনা করবে। তালিকাভুক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন ব্যক্তি বা সত্তা অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন/স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি বা সত্তার কোন হিসাব বা লেনদেন চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট এনজিও/এনপিও উক্ত হিসাবের লেনদেন বা লেনদেনটি স্থগিত করে পরবর্তী কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য বিএফআইইউকে অবহিত করবে।

(ঙ) বাংলাদেশে কর্মরত প্রতিটি এনজিও/এনপিও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশনের আওতায় তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার নিকট হতে কোন তহবিল গ্রহণ বা তাদেরকে প্রদান করবে না।

(চ) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত রেজুলেশন ১৩৭৩ (২০০১) এর আওতায় বিদেশী সরকার বা বিদেশী এফআইইউ এর অনুরোধে বিএফআইইউ হতে প্রেরিত বা উক্ত রেজুলুশনের আওতায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন ব্যক্তি বা সত্তার সাথে কোন আর্থিক সম্পর্ক রয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করার জন্য এনজিও/এনপিও নিয়মিত লেনদেন মনিটর করবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তালিকাভুক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন ব্যক্তি বা সত্তার কোন আর্থিক সম্পর্ক চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান উক্ত লেনদেন স্থগিত করে পরবর্তী কর্ম দিবসের মধ্যে বিস্তারিত তথ্য বিএফআইইউকে অবহিত করবে।

৩.১২। সন্দেহজনক লেনদেন/কর্মকান্ড রিপোর্ট করণ (STR/SAR):

(ক) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৫(১)(ঘ) ধারা এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ১৬(১) ধারায় বর্ণিত নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রতিটি এনজিও/এনপিও এর কর্মকর্তাগণ দৈনন্দিন লেনদেন বা কার্যক্রমে সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে সচেতন ও সতর্ক থাকবেন এবং সুবিধাভোগী/গ্রাহকদেরকে প্রদত্ত তহবিল/পণ্য/সেবা মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে ব্যবহৃত হচ্ছে কি-না তা চিহ্নিতকরণের জন্য যথাযথ মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।

(খ) সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে এনজিও/এনপিও এর কর্মকর্তাগণ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২(য) ধারা এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ২(১৬) ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞা বিবেচনা করবেন।

(গ) এনজিও/এনপিও এর প্রকল্প কার্যালয়/শাখা পর্যায়ে কোন কর্মকর্তা কর্তৃক সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে তা শাখা/জোন/জেলা/বিভাগীয় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। শাখা/জোন/জেলা/বিভাগীয় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা রিপোর্টকৃত লেনদেন বা কার্যক্রম

অবিলম্বে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করবেন এবং পর্যবেক্ষণসমূহ বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করবেন। বর্ণিত লেনদেন বা কার্যক্রমটি সন্দেহজনক হিসেবে বিবেচিত হলে তা অবিলম্বে প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটে প্রেরণ করবেন।

(ঘ) কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট শাখা/জোন/জেলা/বিভাগীয় পরিপালন কর্মকর্তার নিকট হতে প্রাপ্ত সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রমটি যথাযথভাবে ও প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত বা দলিলাদি সন্নিবেশিত করে দাখিল করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনাপূর্বক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অবিলম্বে goAML web ব্যবহার করে এবং goAML Manual এর নির্দেশনা অনুসারে বিএফআইইউ বরাবর সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম প্রতিবেদন দাখিল করবে। goAML web এ রিপোর্ট প্রদান করা সম্ভব না হলে 'পরিশিষ্ট-ক' তে সংযুক্ত ফরম ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত বা দলিলাদিসহ বিএফআইইউ বরাবর সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করা যাবে।

(ঙ) শাখা/জোন/জেলা/বিভাগীয় পর্যায়ে কোনো লেনদেন বা কার্যক্রম সন্দেহজনক হিসেবে চিহ্নিত না হলেও কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট কর্তৃক কোনো লেনদেন বা কার্যক্রম সন্দেহজনক প্রতীয়মান হলে তা সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন হিসেবে goAML web ব্যবহার করে এবং goAML Manual এর নির্দেশনা অনুসারে বিএফআইইউ বরাবর দাখিল করতে হবে। goAML web এ রিপোর্ট প্রদান করা সম্ভব না হলে 'পরিশিষ্ট-ক' তে সংযুক্ত ফরম ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত বা দলিলাদিসহ বিএফআইইউ বরাবর সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করা যাবে।

(চ) সহযোগী এনজিও/এনপিও (তহবিল দাতা বা গ্রহীতা) প্রচলিত আইনের পরিপন্থী কোন উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানটিকে ব্যবহার করছে এরূপ সন্দেহ হলে বা বিধি বহির্ভূত ও প্রচলিত আইনের পরিপন্থী কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য অনুরোধ প্রাপ্ত হলে তা goAML web ব্যবহার করে এবং goAML Manual এর নির্দেশনা অনুসারে বিএফআইইউ বরাবর অবিলম্বে রিপোর্ট করতে হবে। goAML web এ রিপোর্ট প্রদান করা সম্ভব না হলে 'পরিশিষ্ট-খ' তে সংযুক্ত ফরম ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত বা দলিলাদিসহ বিএফআইইউ বরাবর সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করা যাবে।

(ছ) এনজিও/এনপিও বা এর সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন, সংঘটিত অপরাধ বা দুর্নীতি, ঘুষ, প্রতারণা, জালিয়াতি বা অন্য কোন সম্পৃক্ত অপরাধের সাথে জড়িত এবং এর মাধ্যমে অর্জিত অর্থ বৈধকরণ করা বা করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে মর্মে সন্দেহ হলে তা goAML web ব্যবহার করে এবং goAML Manual এর নির্দেশনা অনুসারে বিএফআইইউ বরাবর অবিলম্বে রিপোর্ট করতে হবে। goAML web এ রিপোর্ট প্রদান করা সম্ভব না হলে 'পরিশিষ্ট-ক' তে সংযুক্ত ফরম ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত বা দলিলাদিসহ বিএফআইইউ বরাবর সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করা যাবে।

(জ) এনজিও/এনপিও সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট এর তথ্যাদি বিএফআইইউ কর্তৃক পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করবে।

৩.১৩। নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ:

(ক) প্রতিটি এনজিও/এনপিও-কে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের পূর্বে/পরে নির্বাচিত প্রার্থীর পরিচিতির তথ্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তার অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টতা এবং এ সকল তথ্যের সমর্থিত দলিলাদি (জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সনদের কপি, ইত্যাদি) সংগ্রহ এবং যাচাই (Employee Screening) এবং সংরক্ষণ করতে হবে যাতে কোনো স্তরের কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকির সম্মুখীন না হয়। এক্ষেত্রে

পরিচিতির তথ্য বলতে ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ নাম ও যে নামে তিনি সমাজে পরিচিত, ছবি, পিতা-মাতার নাম, স্বামী/স্ত্রীর নাম, জন্ম তারিখ, জাতীয়তা, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা বুঝাবে।

(খ) প্রত্যেক এনজিও/এনপিও তাদের কর্মকর্তাদেরকে (ন্যূনতম উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা, ফাইন্যান্স, কমপ্লায়েন্স ও প্রকল্প কর্মকর্তা) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে এবং উক্ত প্রশিক্ষণের রেকর্ড সংরক্ষণ করবে।

৩.১৪। তথ্য ও দলিলাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

(ক) প্রত্যেক এনজিও/এনপিও তাদের প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগীর পরিচিতি [অনুচ্ছেদ ৩.৫(ক) এ উল্লিখিত] ও লেনদেন সম্পর্কিত তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) লেনদেন সম্পন্ন হওয়ার তারিখ হতে ন্যূনতম ৫(পাঁচ) বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করবে। ক্ষুদ্রঋণ বিতরণকারী এনজিওসমূহের গ্রাহকদের পরিচিতি [অনুচ্ছেদ ৩.৫(গ) এ উল্লিখিত] এবং লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য/দলিলাদি লেনদেন বন্ধ হওয়ার তারিখ হতে ন্যূনতম ৫(পাঁচ) বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করবে। দাতা এনজিও তাদের সহযোগী এনজিও এর তথ্য [অনুচ্ছেদ ৩.৫(ঘ) এ উল্লিখিত] চুক্তি শেষ হওয়ার তারিখ হতে ন্যূনতম ৫(পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করবে। এছাড়া, প্রতিটি এনপিও/এনজিও তাদের দাতা/দাতা সংস্থার সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ পরিচিতিমূলক তথ্য এবং সমর্থিত দলিলাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবে।

(খ) প্রত্যেক এনজিও/এনপিও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্য প্রধান কার্যালয়ে ও শাখা/প্রকল্প কার্যালয়ে সংরক্ষণ করবে। উক্ত তথ্যাবলী জনগণের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে।

(গ) দাতা এনজিও তাদের সহযোগী এনজিওসমূহ যথাযথভাবে তদারকি/নিরীক্ষা করণপূর্বক মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন নিশ্চিত করবে।

(ঘ) যাদের নিয়ন্ত্রণে অথবা নির্দেশনায় এনজিও/এনপিও পরিচালিত হচ্ছে (উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, পরিচালনা পর্ষদ/ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও অন্যান্য) তাদের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য এবং উক্ত তথ্যাদির সমর্থনে দলিলাদি সংশ্লিষ্ট এনজিও/এনপিও সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে পরিচিতির তথ্য বলতে ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ নাম ও যে নামে তিনি সমাজে পরিচিত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), ছবি, পিতা-মাতার নাম, স্বামী/স্ত্রীর নাম, সন্তানদের নাম, জন্ম তারিখ, জাতীয়তা, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, পেশা/আয়ের উৎস এবং অন্য কোন কার্যক্রম বা প্রতিষ্ঠানে তার সংশ্লিষ্টতা বুঝাবে। উক্ত তথ্যাবলি জনগণের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। দাতা এনজিও/এনপিও তাদের তহবিল গ্রহীতা সহযোগী এনজিও/এনপিও এর নেতৃত্ব সম্পর্কিত উপরোল্লিখিত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করবে এবং উক্ত সংস্থার সাথে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ হতে ন্যূনতম ৫(পাঁচ) বছর পর্যন্ত তা সংরক্ষণ করবে।

(ঙ) সকল এনজিও/এনপিও নিরীক্ষিত বার্ষিক প্রতিবেদন/আর্থিক বিবরণী (প্রতিষ্ঠানের ও প্রতিটি প্রকল্পের) ও আয়-ব্যয় হিসাব বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ এ সম্পর্কিত দলিলাদি ন্যূনতম ৫(পাঁচ) বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করবে।

৩.১৫। তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ ও পরিপালন:

প্রতিটি এনজিও/এনপিও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি ও প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র/দলিলাদির কপি নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ করবে এবং বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনার যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করবে।

৪। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩(১)(ঘ) এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ১৫(১)(ঘ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে বাংলাদেশে কার্যরত সকল এনজিও/এনপিও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুসরণীয় বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৪, তারিখ: ০২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ জারি করা হয়। পরবর্তীতে এনজিও/এনপিওসমূহের জন্য বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক বিএফআইইউ সার্কুলার নং- ০৯, তারিখঃ ২০ নভেম্বর, ২০১৩ এর মাধ্যমে 'Guidelines on Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing for NGO/NPO Sector' জারি করা হয়। বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৪, তারিখ: ০২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ এর মাধ্যমে জারীকৃত নির্দেশনাসমূহ এ সার্কুলারের নির্দেশনার মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত মর্মে বিবেচিত হবে। এছাড়া, উপর্যুক্ত গাইডলাইন্সের অনুচ্ছেদ ৪.৩.১ হতে অনুচ্ছেদ ৪.৩.১৪ পর্যন্ত বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ এ সার্কুলারের নির্দেশনাসমূহের মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত মর্মে গণ্য হবে এবং সংশোধিত গাইডলাইন্স যথারীতি বলবৎ থাকবে।

এ সার্কুলারের নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান)
পরিচালক (বিএফআইইউ)
ফোনঃ ৯৫৩০১৭০

প্রতিলিপি নংঃ বিএফআইইউ(পলিসি)-০৩/২০২৬-২২৩৬-২২৪৪ তারিখ: উল্লিখিত

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ-
(জ্যেষ্ঠতার ক্রম অনুযায়ী নয়)

১. সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫. এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি।
৬. রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস।
৭. নির্বাহী পরিচালক, গভর্নর মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৮. গভর্নর মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৯. ডেপুটি গভর্নর মহোদয়গণের সাথে সংযুক্ত উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

(মোঃ জয়নুল আবেদীন)
যুগ্মপরিচালক
ফোনঃ ২৫৫৬৬৫০০১-৬/২০৩১৪

পরিশিষ্ট-'ক'

Suspicious Transaction/Activity Report (STR/SAR) Format

(For the reporting of suspicious transaction/activity of NGO/NPO customer)

A.	**Reporting Organization:**	
	1. Name of the NGO/NPO:	
	2. Detailed Address of Head Office/Country Office:	
B.	**Suspected for (put tick mark):**	
	1. Money Laundering	
	2. Terrorist Financing	
	3. Proliferation Financing	
C.	**Details of Report:**	
	1. Date of Sending Report:	
	2. Name of the NGO/NPO Project/Program where the person is a beneficiary:	
	3. Address of the NGO/NPO Project Office:	
D.	**Details of Customer/Beneficiary:**	
	1. Name:	
	2. Father's Name:	
	3. Mother's Name:	
	4. Date of Birth:	
	5. Occupation:	
	6. Address:	
	7. Nationality:	
E.	**Reasons for considering the activity/transaction as suspicious/ unusual:**	
F.	**Has your NGO/NPO taken any action in this context? If yes, give details:**	
G.	**Attached Documents:**	
	1. 2.	

[Please add additional information if your feel necessary]

Signature of CAMLCO:
Name:
Designation:
Phone:
Email:

পরিশিষ্ট-'খ'

Suspicious Transaction/Activity Report (STR/SAR) Format

(For the reporting of suspicious activity of any NGO/NPO)

A.	**Reporter's Detail:**	
	1. Name of the Reporter:	
	2. Detailed Address:	
	3. Organization:	
B.	**Sustected for (put tick mark):**	
	1. Money Laundering	
	2. Terrorist Financing	
	3. Proliferation Financing	
C.	**Details of Report:**	
	1. Date of Sending Report:	
	2. Name of the Suspected NGO/NPO:	
	3. Address of the Suspected NGO/NPO:	
	4. (a) License No. & Date: (b) Licensing Authority:	
	5. Projects/Activities of the NGO/NPO	
	6. Name of the Key Persons with Designation of the NGO/NPO:	
	7. Name of the Suspected Persons with Designation of the NGO/NPO: (with their father's & mother's name, address)	
D.	**Reporter's Relation with the Suspected NGO/NPO (if any):**	
E.	**Nature of Suspicious Activity/Transaction and Reasons for Considering it as suspicious:**	
F.	**Attached Documents:**	

[Please add additional information if your feel necessary]

Details of Reporter:

Signature:

Name:

Phone:

Email: